MAR 19 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবই দায়ী

বেদখল হয়ে গেছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক জায়গা

রমা প্রসাদ বাবু, শাবি থেকে : কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু জমি অবৈধ দখলদারদের কবলে চলে গেছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এসব জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২০ একর ক্যাম্পাসের ১১০ একর জুড়ে রয়েছে টিলাপাহাড়। বাকি অংশের সমতল ভূমিতে নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন ভবন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এস্টেটের সুনির্দিষ্ট কোনো বোর্ড না থাকায় ক্যাম্পাসের চারপাশের বিভিন্ন অংশ অবৈধ দখলদারদের হাতে চলে গেছে। সরজমিন ঘুরে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় সীমানার অধিকাংশ জায়গাতেই কোনো সীমানা পিলার নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বদিকে যোগীপাড়া ও ব্রাহ্মণশাসন, উত্তরে টিলারগাঁও এবং দক্ষিণে আখালিয়া এলাকা। এই এলাকাসমূহের অধিকাংশ জায়গাতেই সীমানা পিলার নেই। ফলে ক্যাম্পাসের ছাত্রাবাসে গ্রামের কেউ কেউ ঘরবাড়ি, পুকুর বানিয়ে নিয়েছে। কেউ কেউ শাকসবজি চাষ করে জায়গা দখল করে নিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতল ভূমিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর গ্রামবাসীর কাছে লিজ দেয়। এতে গ্রামবাসী ক্যাম্পাসের সমতল ভূমিতে শাক-সবজি ওঠান চাষ, ধান লাগানোর কাজ করে থাকে। ফলে ক্যাম্পাসে তাদের অবাধ যাতায়াতে বাধা নেই। কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে তেমন খোঁজ-খবর না নেওয়ায় জমি দখল করতেও সমস্যা হচ্ছে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৮৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম জরিপ হয়। সর্বশেষ জরিপ হয় ১৯৯০-৯১ সালে। এই দীর্ঘ বিরতির ফলে যেসব জায়গায় সীমানা নির্ধারক চিহ্ন ছিল, এখন তাও বিলীন। তাই বিশ্ববিদ্যালয় সীমানার সঙ্গে আশপাশের এলাকার সীমানা কেবল অনুমাননির্ভর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার ভেতর ঘর পড়েছে টিওরবাড়ি গ্রামের মোঃ ফয়েজ আলীর। তার ছেলে মোঃ জামশেদ আলী জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ঘর ভেঙে নেওয়ার কথা বলেনি। তবে তিনি জানান, কর্তৃপক্ষ বললে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা ছেড়ে দেবেন। আখালিয়া অঞ্চলের ধামালীপাড়ার তেমনি আরেকজন বিডিআর সদস্য মোঃ বজলুর রহমানও বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় বাড়ি করেছেন বলে রেজিস্টার অফিস সূত্রে জানা যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ রাইফেল কর্তৃপক্ষকে ক্যাম্পাসের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। পরবর্তী সময়ে রাইফেলস কর্তৃপক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করে চিঠি দিয়ে জানান, উক্ত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় বাড়ি বানাননি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্ব দিকে জায়গা জরিপ করার জন্য ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা বরাবর চিঠি দেন। কিন্তু তাতে কর্তৃপক্ষের সাড়া মেলেনি বলে সূত্রটি জানায়।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেটের দায়িত্বে থাকা ক্রীড়া বিভাগের প্রধান মোঃ মুজাহিদ হোসাইন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনি কিছুদিন আগে এসবের দায়িত্ব পেয়েছেন বলে তেমন কিছু বলতে পারছেন না। এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রশাসনের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান' 'সেখানে কোনো এস্টেটের বোর্ড নেই, সেখানে দুএকটা সীমানা পিলার পাওয়াই তো ভাগ্যের ব্যাপার।' তিনি এও জানান, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট এস্টেট বোর্ড রয়েছে, এখানে তেমন কিছুই নেই। এটা খুব জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন। এসবের ব্যাপারে নবাগত উপাচার্য মোঃ শফিকুর রহমানের মতামত জানতে চাইলে তিনি নতুন এসেছেন উল্লেখ করে জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গা কেউ দখল করে রাখতে পারবে না, মামলা করলে এমনিই ছেড়ে দিতে হবে। পরবর্তী সময়ে তিনি এসব দিক দেখবেন বলে জানান।